সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১৪

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৬

৩৫। হরিনাথ মজুমদার, (কাঙ্গাল হরিনাথ), ৩৬। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ৩৭। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৮। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ৩৯। অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রামগতি ন্যায়রত্ন, *৪০। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, *৪১। নবীনচন্দ্র সেন, ৪২। গোবিন্দচন্দ্র রায়, দীনেশচরণ বসু, *৪৩। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ৪৪। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, *৪৫। দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুর।

চতুর্থ খণ্ড: ৪৬। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪৭। নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর, ৪৮। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *৪৯। রাজনারায়ণ বসু, *৫০। রাজকৃষ্ণ রায়, *৫১। মনোমোহন বসু, *৫২। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৫৩। হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী, আনন্দচন্দ্র মিত্র।

পঞ্চম খণ্ড: *৫৪। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ৫৫। গিরীন্দ্র-মোহিনী দাসী, *৫৬। অক্ষয়কুমার বড়াল, ৫৭। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *৫৮। কামিনী রায়, ৫৯। মানকুমারী বসু, ৬০। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬১। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬২। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, *৬৩। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ৬৪। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *৬৫। রমেশচন্দ্র দত্ত।

ষষ্ঠ খণ্ড: *৬৬। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *৬৭। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমৃতলাল বসু, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, *৬৮। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, *৬৯। দ্বিজেন্দ্র-লাল রায়, জলধর সেন, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, *৭০। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, *৭১। রামদাস সেন, রজনীকান্ত গুপ্ত, নিখিলনাথ রায় গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, *৭২। রামকমল সেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১৪

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত

গোলোকনাথ শর্ম্মা, তারিণীচরণ মিত্র, চণ্ডীচরণ মুন্‌শী, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, রামকিশোর তর্কচূড়ামণি, মোহনপ্রসাদ ঠাকুর, হরপ্রসাদ রায়, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৪৯ ; দ্বিতীয় সংস্করণ—পৌষ, ১৩৪৯ ;
তৃতীয় সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১ ; চতুর্থ সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৫৪ ;
পঞ্চম সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৬৬।

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭

পূর্বাভাষ

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের গোড়ার ইতিহাস জানিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের ইতিহাসের সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে-সকল ইংরেজকে শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্য এদেশে পাঠাইতেন, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দিবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে এদেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লী বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে কলেজের বিভিন্ন বিভাগের জন্য পণ্ডিত, মৌলবী প্রভৃতির নিয়োগ মঞ্জুর হয়। বাংলা-বিভাগের কর্ত্তা হন—শ্রীরামপুরের পাদরি উইলিয়ম কেরী। তাঁহার অধীনে যে-সকল পণ্ডিত নিযুক্ত হন, তাঁহাদের নামের তালিকা :—

প্রধান পণ্ডিত—	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার…বেতন	২০০৲
দ্বিতীয় পণ্ডিত—	রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি…	১০০৲
সহকারী পণ্ডিত—	শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়…	৪০৲
	আনন্দচন্দ্র	৪০৲
	রাজীবলোচন [মুখোপাধ্যায়]	৪০৲
	কাশীনাথ [মুখোপাধ্যায়]	৪০৲
	পদ্মলোচন চূড়ামণি	০৲
	রামরাম বসু	৪০৲

এই সকল পণ্ডিতের অনেকেই কেরীর সুপারিশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীরামপুর মিশনের

পুস্তকাদি রচনা-ব্যাপারে সহায়তা করিবার জন্য মালদহ, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে কেরী তাঁহাদের সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে নিযুক্ত হইয়া কেরী বাংলা পাঠ্য পুস্তকের অভাবে বিশেষ অসুবিধায় পড়িলেন। কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষও এই অসুবিধা সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না; তাঁহারা দেশীয় পণ্ডিতগণকে পুস্তক-রচনায় উৎসাহিত করিবার জন্য নগদ পুরস্কারের ব্যবস্থা করিলেন। ৭ জুলাই ১৮০১ তারিখে অনুষ্ঠিত কলেজ-অধিবেশনের কার্য্যবিবরণে প্রকাশ :—

> **RESOLVED that Premiums shall be proposed to the learned Natives for encouraging literary works in the Native languages. (Home Dept. Miscellaneous No. 559, p. 6.)**

ইহা ছাড়া পুস্তক-মুদ্রণ তখন ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল বলিয়া, এই সকল পুস্তক মুদ্রণের সাহায্যকল্পে কলেজ-কাউন্সিল তাহার অনেকগুলি খণ্ড কলেজ-লাইব্রেরির জন্য ক্রয় করিতেন। এই ব্যবস্থায় এবং কেরীর নিকট হইতে উৎসাহ পাইয়া কলেজের পণ্ডিতগণ পাঠ্য পুস্তক রচনায় মনোযোগী হইয়াছিলেন। ফলে আমরা যে-সকল পুস্তক লাভ করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে এইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

১।	রামরাম বসু	.. রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র ইং	১৮০১
		লিপিমালা	১৮০২
২।	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	... বত্রিশ সিংহাসন	১৮০২
		প্রবোধচন্দ্রিকা	১৮৩৩
৩।	গোলোকনাথ শর্ম্মা	... হিতোপদেশ	১৮০২
৪।	তারিণীচরণ মিত্র	... ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট	১৮০৩
৫।	চণ্ডীচরণ মুন্‌শী	... তোতা ইতিহাস	১৮০৫
৬।	রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	... মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং	১৮০৫
৭।	রামকিশোর তর্কচূড়ামণি	... হিতোপদেশ	১৮০৮

৮।	মোহনপ্রসাদ ঠাকুর	...	ইংরেজী-বাংলা শব্দকোষ	১৮১০
			ইংরেজী-ওড়িয়া অভিধান	১৮১১
৯।	হরপ্রসাদ রায়	...	পুরুষপরীক্ষা	১৮১৫
১০।	কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন	...	পদার্থকৌমুদী	১৮২১

এক জন (গোলোকনাথ) ছাড়া ইঁহারা সকলেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত যুক্ত ছিলেন। কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন, এমন অনেকে পুস্তক-প্রকাশকালে কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের অর্থসাহায্য লাভ করিয়াছেন ; দৃষ্টান্তস্বরূপ গোলোকনাথ শর্ম্মার নাম করা যাইতে পারে। উপরের তালিকার রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের জীবনী আমরা ইতিপূর্ব্বে এই গ্রন্থমালায় প্রকাশ করিয়াছি ; বাকী কয় জন পণ্ডিতের সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, বর্ত্তমান পুস্তকে তাহাই বিবৃত হইল। ইহাদের রচিত পুস্তকগুলির অধিকাংশই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের পাঠ্য পুস্তক ছিল। কয়েকখানি পুস্তক—যেমন, রাজীবলোচনের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' ও হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষপরীক্ষা'—আবার দীর্ঘকাল ধরিয়া অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের ভাষাশিক্ষার সহায়তা করিয়াছিল।

গোলোকনাথ শর্ম্মা

গোলোকনাথ শর্ম্মার কোন পরিচয় এত দিন আমাদের জানা ছিল না। শ্রীযুত সজনীকান্ত দাসের চেষ্টার ফলে তাঁহার সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য জানিতে পারা গিয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

মালদহ হইতে জন টমাসের আহ্বানে মদনাবাটীর নীলকুঠির অধ্যক্ষের চাকুরি লইয়া কেরী যখন নৌকাযোগে সুন্দরবন অঞ্চল হইতে যাত্রা করেন, তখন তাঁহার মুন্‌শী রামরাম বসু সঙ্গে ছিলেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি মদনাবাটী পৌছেন ; টমাস তখন বারো মাইল দূরে মহীপালদীঘির নীলকুঠিতে অধ্যক্ষতা করিতেছেন। জন টমাস বাংলা ও সংস্কৃত শিখিবার জন্য এই সময়েই একজন স্থানীয় পণ্ডিতকে নিযুক্ত করেন। এই পণ্ডিতই যে গোলোকনাথ শর্ম্মা, তাহা মনে করিবার পরোক্ষ কারণ আছে। ১৭৯৫ সনের ১ নবেম্বর হইতে ১৭৯৬ সনের ২৬ জানুয়ারি তারিখের মধ্যে লেখা টমাসের ডায়ারি 'পিরিয়ডিক্যাল অ্যাকাউণ্টস' প্রথম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যার ২৭৮–২৯৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে। ইহার এক স্থলে টমাস লিখিয়াছেন, আমার পণ্ডিত যে "হিন্দু ফেব্‌ল্‌স" অনুবাদ করিতেছেন, তাহার মধ্য হইতে তিনটি গল্প বাছিয়া আমি তাহার ইংরেজী অনুবাদ ডক্টর রাইল্যাণ্ডের নিকট পাঠাইলাম। গল্প তিনটি এই—(1) Crow and the Deer, (2) Old Dove and the young ones—Snare, (3) Jackals and Elephant. ১৮০১ সনের ১৫ই জুন উইলিয়ম কেরী ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে যে পত্র লেখেন, তাহার এক স্থলে আছে—

Our Pundit has also, nearly translated the Sunscrit fables, one or two of which brother Thomas sent you, which we are going to publish.

১৮০১ সনেই এই গল্পগুলি প্রকাশিত হয় এবং ইহাই গোলোকনাথ শর্ম্মার 'হিতোপদেশ'। ইতিপূর্ব্বে সকলেই কেরীর এই পত্রে লিখিত "Our Pundit" অর্থে ভুল করিয়া মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে বুঝিয়াছেন।

এই গোলোকনাথ পণ্ডিতের ভ্রাতা কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় ১৭৯৫ সনের প্রারম্ভেই কেরীর পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হন, ইনি কিশোরবয়স্ক ছিলেন এবং ইঁহার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট ছিল। এই কাশীনাথ পরবর্ত্তী কালের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন নহেন।

সুতরাং অনুমান করা যায়, গোলোকনাথ শর্ম্মার সম্পূর্ণ নাম গোলোকনাথ মুখোপাধ্যায় এবং মহীপালদীঘির (বর্ত্তমানে দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত) কাছাকাছি কোনও স্থানে তাঁহার নিবাস ছিল। ইনি ১৭৯৪ সন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মিশনরীদের সহিত যুক্ত ছিলেন; কেরী যখন মালদহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামপুরে আগমন করেন, গোলোকনাথও তাঁহার সহিত আসিয়াছিলেন। টমাসের নির্দ্দেশে রচিত হিতোপদেশের গল্পগুলিই ১৮০১ সনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য পুস্তকরূপে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে তাঁহার মৃত্যু হয়। 'পিরিয়ডিক্যাল অ্যাকাউণ্টসে'র ত্রয়োদশ সংখ্যায় (২য় খণ্ড) ৪০৯-৪১২ পৃষ্ঠায় জোশুয়া মার্শম্যানের জার্নালে এই মৃত্যুর উল্লেখ আছে। ২রা জুলাই (১৮০৩) তিনি লিখিয়াছেন—

> Our brahman (Not a professor, but employed by them) Golook Naut is dead, at his own house, whither he had gone for his health. He died in all the superstition of hindoo idolatry...

('বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ', পৃ. ১৫১-৫২)

গোলোকনাথের 'হিতোপদেশে'র একটি ইংরেজী ও একটি বাংলা আখ্যা-পত্র আছে। ইংরেজী আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল "১৮০২", কিন্তু

বাংলা আখ্যা-পত্রে "১৮০১" আছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।* আখ্যা-পত্র দুইটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

HEETOPADESHU, or Beneficial Instructions. *Translated from the original Sangskrit* By GOLUK NATH, Pundit. SERAMPORE, PRINTED AT THE MISSION PRESS. 1802.

হিতোপদেশ।—সংগ্রহ ভাষাতে—গোলোক নাথ শর্ম্মণা ক্রিয়তে।—শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—১৮০—

'হিতোপদেশে'র পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৪৭। রচনার নিদর্শনস্বরূপ ইহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করা গেল :—

কোন নদীর তীরেতে পাটলীপুত্র নামধেয় এক নগর আছে সে স্থানে সর্ব্ব স্বামী গুণোপেত সুদর্শন নামে রাজা ছিল। সেই রাজা এক কালে কোন কাহার মুখে দুই শ্লোক শুনিলেন তাহার অর্থ এই শাস্ত্র সকলের লোচন অতএব যে শাস্ত্র না জানে সেই অন্ধ। আর যৌবন ধন সম্পত্তি প্রভুত্ব অবিবেক ইহার যদি এক থাকে তবেই অনর্থ সমুদায় থাকিলে না জানি কি হয়। ইহা শুনিয়া সেই রাজা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আমার পুত্রেরা অতি মূর্খ অতএব ইহারদের কি হবে এমন পুত্র থাকা না থাকা তুল্য। যে পুত্র অবিদ্বান ও অধার্ম্মিক সে পুত্রের কি কার্য্য যেমন কানার

* ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসেও এই পুস্তকের রচনা সম্পূর্ণ হয় নাই, —পূর্ব্ব-পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত কেরীর পত্রাংশ দ্রষ্টব্য। ইহার প্রকাশকাল যে ১৮০২ সন, শ্রীরামপুর মিশনরীদের Tenth *Memoir*-এ তাহার উল্লেখ আছে ("A previous translation into Bengali by 'Goluk Nath Pundit' was published at Serampore in 1802." See *Indian Antiquary* for 1903, p. 241 ff)।

চক্ষু পীড়া মাত্র! যদি পুত্র হইয়া মরিত কিম্বা না হইত সে কেবল একবার দুঃখ কিন্তু মূর্খ পুত্র প্রতি পদে। বিদ্যাযুক্ত এবং সাধু যদি এক পুত্র হয় তিনি পুরুষের মধ্যে সিংহ। যেমন চন্দ্র। যাদৃশ রজনীতে চন্দ্র উদয় না হইলে কোটি ২ নক্ষত্রে অন্ধকার নাশ করিতে পারে না। তাদৃশ এক শত মূর্খ পুত্র জানিবা এক সুপুত্রের তুল্য নহে। অপর যে ব্যক্তি অনেক দান ও পুণ্য করে তাহার পুত্র ধনবান ও ধীবান ও ধার্ম্মিক হয়। ঋণকর্ত্তা পিতা শত্রু মাতা অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা রূপবতী পুত্র অপণ্ডিত। উচ্চ বা নীচ হউক গুণবান সকল স্থানে পূজনীয়। যেমন বংশের গুণযুক্ত ধনুক নির্গুণ কি কার্য্যের। যে পুত্র না পাঠ করে সে পুত্র পণ্ডিতের মধ্যে কীদৃশ যেমন পঙ্কের মধ্যে গরু পড়িলে হয়। গর্ত্তস্থ মনুষ্যের এই পাচ যোগ হইয়া থাকে আয়ু কর্ম্ম বিত্ত বিদ্যা নিধন। কিন্তু যদি কেহ ভাবে যে যা হবার তা হবে সে অতি অলসের কথা তাহার প্রমাণ যেমত রথের গতি কেবল চক্রেতে হয় না এবং পুরুষকারের চেষ্টা ব্যতিরেক হয় না। অপর কুম্ভকার আপন ইচ্ছা মত তাহার কার্য্য করিতে পারে তাদৃশ আত্মকৃত কর্ম্ম মনুষ্যে করিতে পারে। অপরঞ্চ কাকের তাল ফেলার ন্যায় অগ্রে নিধি দেখিয়া পায় তাহা ঈশ্বর দত্ত বটে কিন্তু পুরুষার্থ অপেক্ষা করে যদি কোন কাহার অগ্রে পাকা তাল কাকে ফেলায় সে দেখিয়া যদি না যায় তবে কখন পাবে না অতএব যে পিতামাতা তাহার পুত্রকে না পড়ায় সে শত্রু এবং সে পুত্র সভার মধ্যে কেমন দীপ্তি হয় যেমন হংসের মধ্যে বক। মূকের শোভা যাবৎ কিছু না বলে তাবৎ মাত্র। মোটা দ্রব্য চিক্কন হয় ও চিক্কন মোটা হয় যেমন চন্দ্র কৃষ্ণ পক্ষে ও শুক্ল পক্ষে। সে রাজা এই সকল চিন্তা করিয়া পণ্ডিতের সভা করিলেন। ভো ভো পণ্ডিতেরা অবধা

কর। আমার পুত্রেরা নিত্য উল্টা পথগামী অতএব তাহারদের নীতি শাস্ত্রে পুনর্ব্বার জন্ম দেহ। যথা কাঞ্চন সংসর্গতে কাচ যে তিনি বহু মূল্য প্রস্তরের দীপ্তি ধারণ করেন তথা সন্নিধানেতে মূর্খ যে তিনি প্রবীণতা পান। তাহার স্থল এই যদি হীনের সহিত থাকে তবে হীনমতি হয় সমানের সংসর্গে সমতা হয় বিশিষ্টের সহিত থাকিলে বিশিষ্টতা পায়। অতঃপরে বিষ্ণু শর্ম্মা নামেতে ব্রাহ্মণ মহা পণ্ডিত সকল নীতি শাস্ত্রজ্ঞ বৃহস্পতির ন্যায় কহিলেন, হে মহা রাজা এই সকল রাজ পুত্রেরদিগকে আমি নীতি শাস্ত্রেতে জ্ঞান করিয়া দিব বিনা ব্যাপারে কাহারু কিছু হয় না অতএব আমি মহা রাজার পুত্রেরদিগকে ছয় মাসের মধ্যে যে রূপে হয় সেই রূপে নীতি শাস্ত্রেতে জ্ঞান জন্মাইয়া দিব মহা রাজা তাহারদিগের কারণ কোন চিন্তা করিবেন না। রাজা বিনয় পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিতেছেন। যদি কীট পুষ্পের সহিত থাকে তবে মহতের শিরে আরোহণ করে। আর সাধু ব্যক্তি যদ্যপি পাথর স্থাপন করে তবে সে পাথর দেবত্ব পায় যেমন পর্ব্বতের উপরের দ্রব্য নিকটে দীপ্তি হয় তেমন সতের নিকটে হীন বর্ণের দীপ্তি হয়। অতএব বিষ্ণু শর্ম্মাকে বহু মর্য্যাদা করিয়া রাজা আপন পুত্রেরদিগকে লইয়া সমর্পণ করিলেন। অথ রাজা পুত্রেরদের অগ্রে প্রস্তাপ ক্রমেতে সেই পণ্ডিত কহিলেন যে কাব্য শাস্ত্র বিনোদেতে পণ্ডিতেরা কাল যাপন করেন মূর্খের কাল দুঃখ ও নিদ্রা ও কলহেতে যায়। অতএব তোমারদিগের জ্ঞান জন্য কাক কূর্ম্মাদির বিচিত্র কথা কহি। রাজ পুত্রেরা কহিলেন বলিতে আজ্ঞা হউক। (পৃ. ৪-৯)

তারিণীচরণ মিত্র

আনুমানিক ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তারিণীচরণের জন্ম হয়। তিনি স্বনামধন্য দুর্গাচরণ মিত্রের পঞ্চম পুত্র। কলিকাতার উত্তর-সিমলা বা পুরাতন-সিমলা অঞ্চলে তাঁহার নিবাস ছিল।

৪ মে ১৮০১ তারিখে কলেজ-কমিটির অধিবেশনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিভিন্ন বিভাগে পণ্ডিত, মুন্‌শী প্রভৃতির নিয়োগ মঞ্জুর হয়। হিন্দুস্থানী-বিভাগের অধ্যক্ষ হন জন্ গিলক্রাইস্ট। তাঁহার অধীনে মীর বাহাদুর আলী মাসিক দুই শত টাকা বেতনে প্রধান মুন্‌শী, এবং তারিণীচরণ মিত্র মাসিক এক শত টাকা বেতনে দ্বিতীয় মুন্‌শীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তারিণীচরণ গুণী লোক ছিলেন; অল্প দিনের মধ্যেই চাকুরীতে তাঁহার পদোন্নতি ঘটিয়াছিল। ১৯ ডিসেম্বর ১৮০৯ তারিখে হিন্দুস্থানী-বিভাগের তৎকালীন প্রধান মুন্‌শী মীর শের আলী আফশোষের মৃত্যু হইলে কলেজ-কমিটি তাঁহার পদে তারিণীচরণকে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে নিযুক্ত করেন। কলেজ-কমিটির কার্য্যবিবরণে প্রকাশ :—

> At a Council held on 1 Feb. 1810. Meer Sher Ulee Ufsos, head Moonshee in the Hindoostanee Dept. having departed this life on the 19th of December 1809.—*Resolved* that the following promotions and appointments in that Dept. take effect from the 21 December, *viz*
>
> Tarnee Churn appointed Head Moonshee on the 21st December in the room of Meer Sher Ulee deceased,...(Home Mis. No. 561, p. 186.)

হিন্দুস্থানী-বিভাগের প্রধান মুন্‌শীর পদে তারিণীচরণ অনেক দিন—১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ৫৮ বৎসর

বয়সে মাসিক এক শত টাকা পেন্‌শনে এই কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন।*

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কার্য্যকালে আর একটি প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। এই প্রতিষ্ঠানটি—কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি, ৪ জুলাই ১৮১৭ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—ইংরেজী ও এ-দেশীয় ভাষায় পাঠশালার উপযোগী পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ, এবং সুলভে বা বিনা মূল্যে সেগুলি বিতরণ। কোন ধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশ এই সমিতির উদ্দেশ্য বহির্ভূত ছিল, অবশ্য নীতি-মূলক পুস্তকের কথা স্বতন্ত্র। বলা বাহুল্য, সে-সময় অনেকে পাঠশালা স্থাপন করিতেছিলেন, কিন্তু ছেলেদের পাঠোপযোগী পুস্তকের একান্ত অভাব ছিল। স্কুল-বুক সোসাইটির প্রথম বর্ষের বার্ষিক বিবরণে পরিচালক-সমিতির (Committee of Managers) মধ্যে তিন জন বাঙালীর নাম পাওয়া যায়। এই তিন জন—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাধাকান্ত দেব ও তারিণীচরণ মিত্র। তন্মধ্যে তারিণীচরণ ছিলেন সোসাইটির দেশীয় সম্পাকদক বা নেটিব সেক্রেটারী। তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত স্কুল-বুক সোসাইটির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এই সমাজের নবম রিপোর্টের বা ১৩শ ও ১৪শ বর্ষের (১৮৩০-৩১) কার্য্যবিবরণেও কমিটির সদস্য-হিসাবে তাঁহার নাম মুদ্রিত আছে।

আরও একটি প্রতিষ্ঠানের সহিত তারিণীচরণ সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইহা কলিকাতার ধর্ম্মসভা। ৪ ডিসেম্বর ১৮২৯ তারিখে গবর্ণর-জেনারেল

---

* The following situation to cease from 1 June 1830. ...Tarnee Churn, Head Moonshee in the Hindoostanee Department of the College of Fort William, to whom a pension of Rs. 100 per mensem...is fifty-eight years of age. Sd. Wm. Price. 24 May 1830. (Home Mis. No. 571. p. 47.)

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক সতীনিবারণের আইন জারি করেন। এই আইনের বিরুদ্ধে যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন, তারিণীচরণ মিত্র তাঁহাদের অন্যতম। এই দরখাস্তে কোন ফল না হওয়ায় কলিকাতার হিন্দু বাঙালী ও হিন্দুস্থানী প্রধান লোকেরা ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারি সংস্কৃত কলেজে এক বিরাট্‌ সভা করিয়া "ধর্ম্মসভা" নামে এক সমাজ গঠন করেন। "সতীনিবারণের বিরুদ্ধে ইংলণ্ড দেশে আপীলকরণার্থে এবং হিন্দুদিগের ধর্ম্ম বজায়" রাখাই এই সমাজের উদ্দেশ্য ছিল। সতীনিবারণ-আইনের বিরুদ্ধে ধর্ম্মসভা হইতে বিলাতে যে আবেদন-পত্র প্রেরিত হয়, তারিণীচরণ মিত্র সেই আবেদন-পত্রের হিন্দী ও বঙ্গানুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮ জুলাই ১৮৩০ তারিখে ধর্ম্মসভার যে অধিবেশন হয়, তাহার কার্য্যবিবরণে প্রকাশ :—

> গত ৪ শ্রাবণ [১২৩৭] রবিবার ধর্ম্মসভার বৈঠক হইয়াছিল··· শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন পুনর্ব্বার উত্থান করিয়া শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্রের অনেক প্রশংসা করিলেন বিশেষতঃ সতীর পক্ষীয় আরজী হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষায় এবং ব্যবস্থাপত্র অত্যুত্তমরূপে তরজমা করিয়াছেন এতদ্বিষয়ে ইঁহার ক্ষমতা ও বিজ্ঞতা ও পরিশ্রম বিশেষ প্রকাশ হইয়াছে। মিত্র বাবু এ প্রকার পরিশ্রম না করিলে ইঙ্গরেজী আরজীর অর্থ তাবতের বোধগম্য হইত না ইত্যাদি। অতএব ইঁহাকে ধন্যবাদ করা যাউক সভাস্থ সমস্তই কহিলেন অবশ্য কর্ত্তব্য।—'সমাচার দর্পণ,' ৩১ জুলাই ১৮৩০।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তারিণীচরণ মিত্র কাশীরাজের দরবারে

চাকরি গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেবের চেষ্টায় তিনি এই পদ লাভ করেন।* খুব সম্ভব ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তারিণীচরণ বাংলা-গদ্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। বাংলা ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল; উর্দ্দু, হিন্দী ত তিনি ভাল জানিতেনই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কার্য্যকালে তিনি হিন্দুস্থানী ভাষায় কতকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, আবার অপরাপর অনেক পুস্তক রচনায় সাহায্যও করিয়াছিলেন। এই সকল

---

* শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র বাগলের সৌজন্যে আমি ১৮৩২-৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কাশীতে তারিণীচরণকে লিখিত রাধাকান্ত দেবের কতকগুলি পত্র দেখিয়াছি। এই সকল পত্রের কিছু কিছু নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"My dear Dada, I beg to acknowledge the receipt of your letter of the 11th ultimo and am sorry to learn that you suffered much in your way from the inclemency of the weather. I am very glad to hear that the Rajah received you with great respect,...I received a letter from the Rajah, in which I am happy to inform you, he highly applauds your great talents." (18 Aug. 1832.)

"...exceedingly sorry to hear of the inattention of the Rajah towards you. Should you find his Durbar to be of no advantage to you, I would advise you to return to Calcutta, as I had the pleasure of sending you there for your own benefit,...

I deeply regret to inform you that the Suttee Petition was dismissed after a long argument for three days." (17 Nov. 1832.)

"I am glad to learn that you are now doing the duty of the Moonsiff at Gopeegunge, and am anxious to know whether you receive your salary from the Rajah regularly every month, exclusive of that of your present office." (7 Aug. 1833.)

"I am exceedingly happy to learn that...the Rajah (to whom I beg to be remembered) has been pleased to permit you to stay and to discharge the functions of Commissioner at Benares." (18 May 1834.)

"...your letter of the 5th ultimo announcing the melancholy death of our much esteemed friend, the Rajah of Benares..." (12 May 1835.)

২

পুস্তক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অর্থানুকূল্যে অথবা কলেজে পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্যই রচিত হইয়াছিল। আমরা এখানে কেবল তারিণীচরণের বাংলা রচনা সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

জন্ গিল্‌ক্রাইস্টের তত্ত্বাবধানে কলেজের পণ্ডিত, মৌলবী ও মুন্‌শীগণ ইংরেজী হইতে ঈসপের গল্প ও অন্যান্য প্রাচীন কাহিনী ছয়টি দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ-গ্রন্থ *The Oriental Fabulist* নামে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানির আখ্যা-পত্র এইরূপ :—

> **The Oriental Fabulist or Polyglot Translations of Esop's and Other Ancient Fables from The English Language, into Hindoostanee, Persian, Arabic. Brij B,hak,ha, Bongla, and Sunskrit, in the Roman Character, By Various Hands Under The Direction and Superintendence of John Gilchrist, For the Use of The College of Fort William Calcutta, Printed at The Hurkaru Office. 1803.**

এই পুস্তকের বাংলা, ফার্সী ও হিন্দুস্থানী অংশ তারিণীচরণ-কৃত। এই অনুবাদে—বিশেষতঃ বাংলা অনুবাদে—তারিণীচরণের কৃতিত্ব কিরূপ, সে-সম্বন্ধে গ্রন্থের ভূমিকায় গিল্‌ক্রাইস্ট লিখিতেছেন :—

The names of the Learned Natives who have generally been employed on this Polyglot Translation, are as follows :

Tarnee Churun Mitr,	**Bungla, Persian & Hindoostanee.**
Meer Buhadoor Ulee,	**Persian and Hindoostanee.**
Meer Sher Ulee Ufsos,	**Persian and Hindoostanee.**
Muoluwee Umanut Oollah,	**Arabic and Persian.**
Sudul Misr,	**Sunskrit.**
Sree Lal Kub,	**B,hak,ha.**
Ghoolam Ushruf,	**Persian.**

It behoves me now more particularly to specify, that to TARNEE CHURUN MITR'S patient labour and considerable proficiency in the English tongue, am I greatly indebted for the accuracy and dispatch, with which the Collection has been at last completed. The public may yet feel, and duly appreciate the

benefit of his assiduity and talents, evident in the Bungla Version. especially when published, as I intend, in the proper character of that useful dialect; a design, that if duly encouraged, I may, as already hinted, extend to all the rest. (Pp. xxiv-xxv.)

'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিস্ট' ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক-রূপে রচিত ও কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইহা রোমান অক্ষরে মুদ্রিত। রচনার নিদর্শন-স্বরূপ আমরা বঙ্গাক্ষরে ইহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

একবিংশতি কথা কেন্দুয়া ও পর্বতী কুকুরের।

এক নেকড়িয়া ক্ষীণ ক্ষুধাতে আধমরা অসাবধানে এক সামর্থী পুষ্ট কুকুরের পথে উপস্থিত হইল। নেকড়িয়া অত্যন্ত দুর্বলত্বপ্রযুক্ত হিংসা করিতে অশক্ত হইয়া, এই অতি উচিত ঠাওরাইলেক যে এ উত্তম কুকুরের সহিত সৌহার্দ্দ করি ; পরে অন্য অন্য শিষ্টাচারের মধ্যে সে বড় শিষ্টরূপে তাহার রূপের প্রশংসা করিলেক। কুকুর কহিলেক, অবশ্য, কেন এমন না হইব, প্রকৃত আমি স্বচ্ছন্দে থাকি ; তুমিও যদি আমার মতাবলম্বী হও, তবে ত্বরা একেবারে এমনি দশায় পড়। কেন্দুয়া তাহার এ কথায় মন দিলেক, এবং জিজ্ঞাসা করিলেক যে এমন যথেষ্ট ভক্ষ্য উপার্জ্জন করিতে আমাকে কি করিতে হইবেক। কুকুর উত্তর দিলেক, যে অত্যল্প কর্ম ; কেবল ভিখারিরদিগ্‌কে তাড়াইয়ো, আমার প্রভুর সহিত সোয়াগ করিয়ো, আর তাহার পরিজনের নিকট শিষ্ট থাকিয়ো। এই সকল কথায় ক্ষুধার্ত্ত নেকড়িয়া কিছু আপত্তি করিলেক না ; এবং বড় আগ্র হইয়া সম্মত হইল যে নূতন বন্ধু আমাকে যেখানে লইয়া যাইবেক সেইখানে তাহার সঙ্গে যাইব। তাহারা যখন দুইজনে স্ফালন করিয়া যাইতেছিল, নেকড়িয়া দেখিলেক যে বন্ধুর ঘাড়ের চারিদিগের রোয়াঁ মণ্ডলাকার উঠিয়া গিয়াছে, ইহাতে তাহার শ্রবণেচ্ছা হইল,

এবং কারণ জিজ্ঞাসিলেক। কুকুর উত্তর দিলেক, কিছু নহে, কিম্বা কিছু হেতু হইবেক, বুঝি পাটার চিহ্ন যাহাতে কখন কখন শিকলি বান্ধা যায়। কেন্দুয়া বড় বিস্ময়াপন্ন হইয়া উত্তর করিলেক, হরি হরি শিকলি! তবে বুঝা গেল যে সময়ে এবং যে স্থানে তুমি বেড়াইতে চাহ তাহাতে তোমাকে অনুমতি নাহি। কুকুর মাথা হেট করিয়া কহিলেক, সর্ব্বদা নহে; কিন্তু ইহাতে কি দোষ? নেকড়িয়া বলিলেক, ইহাতে এই দোষ যে তোমার ভোজনে আমি কোন অংশের বাসনা করিব না; আমার বিবেচনায় স্বাধীনতার সহিত অর্দ্ধগ্রাস পরাধীনতার সহিত সম্পূর্ণ গ্রাস অপেক্ষা ভাল।

ফল, স্বতন্ত্রতার সহিত দিনপাতের সম্ভাবনা অত্যন্ত সৌষ্টবেতে দাসত্ব অপেক্ষা ভাল। (পৃ. ১১৭-১৮)

একত্রিংশতি কথা খেঁকশিয়াল ও ছাগলের।

এক খেঁকশিয়াল ও ছাগল একত্রে অতি গ্রীষ্ম দিনে ভ্রমণ করিতে করিতে, অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর হইল; তখন কোথা এমন স্থান পাইবেক যেখানে জল থাকে, এজন্যে গ্রামের চারি দিগ দেখিতে লাগিল, পরে এক কূপের মধ্যে পরিষ্কৃত জল দেখিলেক। তাহারা দুই জনে বড় ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাতে নামিল, এবং যথেষ্টরূপে আপন আপন পিপাসা নিবৃত্তি করিয়া, বিবেচনা করিতে লাগিল যে কেমন করিয়া বাহির হইব। অনেক উপায় উভয়ে ঠাওরিলেক আর খণ্ডিলেক। শেষে ধূর্ত্ত খেঁকশিয়াল বড়ই আহ্লাদে ডাকিয়া উঠিল, এক্ষণে আমার অন্তঃকরণে এক যুক্তি উপস্থিত হইল, তাহাতেই আমার হৃদ্‌বোধ হয় যে আমারদিগকে এ বিপত্তি হইতে উদ্ধার করিবেক: ছাগলকে কহিলেক, তাহাই কর, কেবল আপন পিছলি পায় দাঁড়াও, আর আগলী পা কূপের ধারে রাখ। এইরূপে আমি তোমার মাথার উপর

চড়িব, আর সেইখান হইতে, এক লাফে উপরে যাইতে পারিব : যখন আমি ওখানে পঁহুছিলাম, তুমি জান তখন আমি অনায়াসে তোমার শিং ধরিয়া টানিয়া তুলিতে পারিব। বোকা ছাগল এ কথা বিলক্ষণ গ্রাহ্য করিলেক, এবং যে মত কহিয়াছিল তৎক্ষণাৎ সেই মত করিলেক : এই উপলক্ষে খেঁকশিয়াল, অক্লেশে উপরে গেল। ছাগল কহিলেক তুমি যে সাহায্য বলিয়াছিলে তাহা কর। শৃগাল উত্তর দিলেক, ওরে বুড়া নির্ব্বোধ, তোর বুদ্ধি যদি তোর দাড়ির মত অর্দ্ধেক হইত, তবে, তুই কখন এমন প্রত্যয় করিতিস না, যে তোর প্রাণ রক্ষা করিতে আমি আপন প্রাণকে সঙ্কটে ফেলিব। কিন্তু তোকে এক নীতি কহি, যদি তুই শুভাদৃষ্টক্রমে ইহা হইতে মুক্ত হইতে পারিস, তবে তাহা পশ্চাতে তোর কাজে আসিবেক : "কূপে হইতে কেমনে বাহির হইবে ইহা যাবৎ না বিলক্ষণ বিবেচনা না করহ, তাহার পূর্ব্বে কদাচ তাহার ভিতর যাইতে অসংসাহসী করিও না।"

ফল, যখন আমরা কোন বিষম দায়ে পড়ি, তখন এই উচিত যে প্রতিবাসীর সহায়তা অপেক্ষা আপন শক্তির উপর অধিক নির্ভর করি। (পৃ. ১৭৪-৭৫)

তারিণীচরণ কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির অনুরোধে বাংলা, হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় কোন কোন পুস্তক রচনা বা অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেনের সহযোগে ইংরেজী ও আর্বী হইতে ৩১টি কাহিনী বাংলায় অনুবাদ করিয়া 'নীতিকথা' নামে ৩৫ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।*

* 1. A collection of Fables, 31 in all, have been translated into Bengalee, from the English and Arabic, by Baboos Tarinee Churun Mitr, Radhacant Deb, and Ram Comul Sen. These have been highly and universally approved, and found to constitute an excellent reading book. (The First Report of the Calcutta School Book Society, 1818, p. 4.)

রচনারীতির নিদর্শন-স্বরূপ 'নীতিকথা' হইতে একটি নীতিকথা উদ্ধৃত করা হইল :—

১২ নীতিকথা

সিংহ ও বলদ

কোন সময় এক সিংহ একটা বলদ শিকার করিতে মনস্থ করিলেক কিন্তু বলদের বলাধিক্য হওন প্রযুক্ত নিকটে যাইতে পারিলেক না পরে তাহাকে ছলিবার জন্যে নিকটে গিয়া কহিলেক ওহে বলদ আমি একটা হৃষ্টপুষ্ট ভেড়ার ছা মারিয়াছি অতএব আমার বাশনা এই যে অদ্য রাত্রে তুমি আমার গৃহে অধিষ্ঠান হইয়া ভোজন কর বলদ নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেক যখন বলদ সিংহের আলয়ে গেল দেখিলেক যে সিংহ অনেক কাষ্ঠ ও বড়২ হাঁড়া প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে বলদ ইহা দেখিয়া ফিরিয়া চলিল সিংহ কহিলেক তুমি এখানে আসিয়া কেন যাও বলদ উত্তর দিলেক যে আমি তোমার মনস্থ জানিলাম ভেড়ার ছার নিমিত্তে এতাবৎ ঘটা নহে তাহা হইতে বড় কোন ব্যক্তির জন্যে আয়োজন করিয়াছ।

ইহার আভাষ এই

বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে যে শত্রুর কথা সত্য জানে ও তাহার সহিত প্রীতি করে। (পৃ. ১০-১১)

তারিণীচরণ 'নীতিকথা' উর্দ্দু ভাষায় এবং মে-হালি-পীয়ার্সন-সঙ্কলিত 'নীতিকথা' ২য় খণ্ড হিন্দীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন।*

* The Second Report of the Calcutta School Book Society's Procdgs. Second Year 1818-19. pp. 11-12.

চণ্ডীচরণ মুন্‌শী

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই চণ্ডীচরণ এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন।

চণ্ডীচরণের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় তাঁহার 'তোতা ইতিহাসে'র জন্য। ইহা কাদির বখ্‌শ-প্রণীত ফার্সী 'তুতিনামা'র বঙ্গানুবাদ। এই অনুবাদ করিয়া তিনি কলেজ-কাউন্সিলের নিকট হইতে ১০০৲ টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। চণ্ডীচরণের 'তোতা ইতিহাসে'র পাণ্ডুলিপি কলেজ-কাউন্সিলের ১৬ জানুয়ারি ১৮০৪ তারিখের অধিবেশনে উপস্থাপিত হয়। এ-সম্বন্ধে কেরীর সুপারিশ-পত্র ও কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত এইরূপ :—

> **Sir,...Accompanying this is a translation of the Toteenama from Persian into Bengalee by one of the Pundits of this Class, Chundeechurn. I will thank you to present it to the Council of the College. It is rendered into very plain and good Bengalee, and very fit for a class book. Should the Council order him any reward for his labour, it will be gratefully received by him, and as he is a poor man will be a great help to him. W. Carey.**
>
> **AGREED that the sum of one hundred Rupees be allowed to the Pundit Chundeechurn for his translation of the Toteenama in Bengalee.—Home Mis. No. 559, p. 304.**

'তোতা ইতিহাস' ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত হয়। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২২৪ এবং আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

তোতা ইতিহাস।—বাঙ্গালা ভাষাতে শ্রীচণ্ডীচরণ মুন্‌শীতে রচিত।—শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—১৮০৫।—

ভাষার নিদর্শন-স্বরূপ প্রথম সংস্করণের 'তোতা ইতিহাস' হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

১৬ ষোড়শ ইতিহাস।—

চারি জন ধনবান গরিব হইয়াছিল তাহার কথা।—

যখন সূর্য্য অস্ত হইল এবং চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা প্রেমানলে দগ্ধা হইয়া ক্রন্দন করিতে২ তোতার অগ্রে যাইয়া কহিলেক ওহে শ্যামবর্ণ তোতা তুমি প্রত্যহ জ্ঞান বাক্য কহিয়া আমার গমন বারণ করিতেছ কিন্তু তোমার নীতবাক্যেতে আমার কোন উপকার হইবে না কেননা যে ব্যক্তি প্রেমাসক্ত হয় তাহার নীতবচনে কি হইতে পারে অতএব আমি প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারিয়া যে রূপ দগ্ধচিত্তা হইতেছি তাহা কি কহিব? তোতা কহিলেক শুন কর্ত্রী বন্ধুলোকের বাক্য শ্রবণ করা উচিত কিন্তু যে ব্যক্তি তাহা না শুনিয়া কার্য্য করে সে দুঃখ পায় এবং লজ্জিত হয়। যে মত চারিজন বন্ধুর মধ্যে একজন কথা না শুনিয়া ব্যামহ পাইয়া ছিল? খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন যে সে কিরূপ ইতিহাস তাহা কহ তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।—

বলক নামে এক সহরে চারিজন বন্ধু ধনবান ছিল তাহারদের অত্যন্ত প্রীতি ছিল। কতক কাল পরে সেই চারিজন দুঃখী হইয়া বহুশাস্ত্রজ্ঞ এক পণ্ডিতের নিকটে যাইয়া আপনারদের দশার বিস্তারিত কহিলেন সেই পণ্ডিত তাহারদিগকে অনুগ্রহ করিয়া সেই চারি জনকে চারি মণি দিয়া কহিলেন যে এই চারি মণি তোমরা চারি জনে আপন২ মস্তকে রাখিয়া প্রস্থান কর। কিন্তু যাহার মস্তক হইতে মণি যে স্থানে পড়িবেক সেই ভূমি খনন করিলে যাহা বাহির হইবেক সে ব্যক্তি তাহাই লইবেক। পণ্ডিত

এই রূপে সকলকে বিদায় করিলে তাহারা পণ্ডিতের আজ্ঞানুসারে কিছু দূরে গমন করিতে এক জনের মস্তকের মণি খুলিয়া ভূমিতে পড়িলে ঐ ব্যক্তি সেই স্থান খনন করিয়া তাম্র দেখিয়া আর তিন জনকে কহিল যে আমার প্রাক্তনে তাম্র ছিল তাহা বাহির হইল অতএব আমি এ তাম্রকে স্বর্ণ হইতে উত্তম জানিয়া লইলাম যদি তোমরা চাহ তবে এই স্থানে থাক। তাহারা তিন ব্যক্তি স্বীকৃত না হইয়া কিছু পথ যাইতে দ্বিতীয় জনের মাথার মণি মৃত্তিকায় পতন হইলে সে ব্যক্তি সেই স্থান খুদিয়া রূপার আকার দেখিয়া অন্য দুই জনকে বলিলেক যে আমার কপাল হইতে রূপা বাহির হইয়াছে অতএব তোমরাও এই স্থানে থাকিয়া লও এবং তাহারা দুই পুরুষ সম্মত না হইয়া সেই স্থান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিতেই তৃতীয় ব্যক্তির মস্তকের মণি মাটিতে পড়িল পরে সেই জন ঐ স্থান খুদিয়া স্বর্ণের আকার দেখিয়া চতুর্থ জনকে কহিলেক স্বর্ণ হইতে অধিক আর কোন বস্তু নাই অতএব আইস দুই জনে এই স্থানে থাকি। চতুর্থ ব্যক্তি তাহা না শুনিয়া মনে করিলেক যে আরও অগ্রে গেলে রত্ন পাইব ইহা ভাবিয়া এক ক্রোশ পথ গমন করিতেই সেই মণি ভূমিতে পড়িলে সে জন সেই স্থান খনন করিয়া লোহার আকার দেখিয়া লজ্জিত হইয়া কহিলেক যে হায় কেন স্বর্ণ ত্যাগ করিলাম যদি বন্ধুর কথা শুনিতাম তবে ভাল হইত ইহা বলিয়া সেই স্থানে আসিয়া বন্ধুর এবং স্বর্ণের অন্বেষণ করিলেন করিলেন তাহা দেখিতে না পাইয়া পুনর্ব্বার সে লোহা লইতে আসিয়া বিস্তর অন্বেষণ করিলে তাহাও পাইল না। অনন্তর সেই দুঃখী অনুপায় দেখিয়া সেই পণ্ডিতের নিকট গমন করিলে তাহাকেও সে স্থানে না দেখিয়া অতি খেদিত হইল।

তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে কেহ আপন বন্ধুর কথা না মানে সে এই মত দুঃখ ও লজ্জা পায় অতএব তুমি এখন আপন প্রিয়তমের স্থানে যাও কেননা এই সময় যাওয়া ভাল। পরে খোজেস্তা যাইতে উদ্যত হইলেই পক্ষিগণেরা রব করিতে লাগিল ও প্রাতঃকাল হইল অতএব যাওয়া হইল না।—
(পৃ. ১০৭-১০)

'তোতা ইতিহাস' বহুল-প্রচারিত পুস্তক। লণ্ডন হইতেও ইহার একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

চণ্ডীচরণ আরও একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া কলেজ-কাউন্সিলের নিকট হইতে ৮০৲ টাকা পুরস্কৃত হইয়াছিলেন—ইহা ভগবদ্গীতার পয়ার ছন্দে বঙ্গানুবাদ। ইহার পাণ্ডুলিপি কলেজ-কাউন্সিলের ১২ নবেম্বর ১৮০৪ তারিখের অধিবেশনে উপস্থাপিত হয়; এ-সম্বন্ধে কেরীর সুপারিশ-পত্র ও কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত এইরূপ :—

To the Council of the College of Fort William

Gentlemen,

In consequence of the encouragement given to literary merit by this institution Rajeeb Lochun, a Pundit in the Bengalee Department has lately composed an history of Raja Krishnu Chunder Roy (late of Krishn nagur) in the Bengalee Language.

Chundee Churn, another Pundit in the same Department, has, with the help of some learned Brahmuns, translated the Bhagvut Geeta into Bengalee.

I have examined these works and think them to be worthy the patronage of the College, and recommend the writers as deserving some reward for their labours.

Accompanying this I send the manuscripts of these two works, which with the translation of the Tooteh numah, by Chundee Churn I recommend to be printed for the use of the Bengalee Class.

I am, Gentlemen,
Your most obedient humble servant,
W. Carey.

College
5th October 1804

RESOLVED that 100 copies of the History of Rajah Krishna Chunder Roy in the Bengalee Language, and 100 copies of the Translation of the Toote namah into the Bengalee Language be subscribed for by the College,

ORDERED that a fair copy of each of the foregoing works be made in order to be deposited in the Library of the College.

RESOLVED that a premium of Sicca Rupees 100 be awarded to Rajeeb Lochun Pundit for his History of Rajah Krishna Chunder Roy in the Bengalee Language. That a premium of Sicca Rupees Eighty be awarded to Chundee Churn Pundit for his translation of the Bhagbut Geeta into the Bengalee Language.—Home Mis, No. 559, pp. 384-85.

চণ্ডীচরণ-কৃত ভগবদ্‌গীতার বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হয় নাই। ইহার পাণ্ডুলিপিটি বর্ত্তমানে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে।

২৬ নবেম্বর ১৮০৮ তারিখে চণ্ডীচরণ মুন্‌শীর মৃত্যু হয়। পর-বৎসরের ২৭ জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত কলেজ-কাউন্সিল-অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণে প্রকাশ :—

Chundee Churn a Pundit of the fixed Bengalee Establishment having died on the 26 November 1808—Anund Chunder was appointed on the 2nd December 1808 to succeed him. (Home Mis. No. 560, p. 554.)

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের এক জন সহকারী পণ্ডিত ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কার্য্যবিবরণে উল্লিখিত আছে, তিনি কৃষ্ণনগর-রাজবংশের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন ("descended from the family of the Rajah")।

রাজীবলোচন 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়া তাহার পাণ্ডুলিপি কলেজের বাংলা-বিভাগের অধ্যক্ষ কেরীর হস্তে সমর্পণ করেন। তাঁহার রচনা পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া কেরী ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে কলেজ-কর্তৃপক্ষকে যে পত্র লেখেন, এই পুস্তকের ২৬-২৭ পৃষ্ঠায় তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

কেরীর সুপারিশে কলেজ-কর্তৃপক্ষ রাজীবলোচনকে এক শত টাকা পুরস্কার দিতে এবং পুস্তকখানি মুদ্রিত হইলে ১০০ খণ্ড ক্রয় করিতে স্বীকৃত হন—২৬-২৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত কেরীর পত্র ও কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত দ্রষ্টব্য।

রাজীবলোচন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত বেশী দিন যুক্ত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত-বিভাগের পণ্ডিতগণের যে তালিকা পাওয়া যায়, তাহাতে রাজীবলোচনের নাম নাই।* কিন্তু কেরীর একখানি জীবন-চরিতে লিখিত হইয়াছে—"Rajib Lochan served throughout Carey's twenty nine years…" †

* **Roebuck : *Annals of the College of Fort William.* App. pp. 49-50.**

† **S. Pearce Carey : *William Carey,* (8th ed.) p. 227.**

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' মুদ্রিত হয় ; ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১২০ ; আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং।—শ্রীযুত রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়েন রচিতং।—

কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ ধরণীর মাজ
যাহার অধিকারে নবদ্বীপ সমাজ।
পূর্ব্ব বৃত্তান্ত যত করিয়া প্রচার
কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র পরে কহিব বিস্তার।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—১৮০৫।

ভাষার নিদর্শন-স্বরূপ আমরা 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' পুস্তকের প্রথম সংস্করণ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

পরে কালীপ্রসাদ সিংহ শিবনিবাসে আসিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন রাজা বিরলে গিয়া পাত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, মুরসিদাবাদের যাবতীয় সংবাদ বিস্তার করিয়া কহ কালীপ্রসাদ সিংহ বিস্তারিত করিয়া সমস্ত নিবেদন করিল তিনি সমস্ত সমাচার জ্ঞাত হইয়া আত্মপাত্রকে অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া রাজপ্রসাদ দিয়া যথেষ্ট সম্মান করিয়া আজ্ঞা করিলেন ভাল দিবস স্থির করহ রাজধানীতে যাইব কিঞ্চিৎ গৌণে শুভক্ষণে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় উত্তম২ মন্ত্রী লইয়া মুরসিদাবাদে উপস্থিত হইলেন কিঞ্চিৎ পরে নবাবের যাবদীয় প্রধান২ পাত্র মিত্রগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন সকলের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই নবাবের দ্বারে উপনীত হইয়া সম্বাদ দিলেন। নবাব সাহেব শুনিয়া আজ্ঞা করিলেন আসিতে কহ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নানাবিধ ভেটের দ্রব্য দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ভেটের সামগ্রী নবাব সাহেব দৃষ্টি করিয়া তুষ্ট

হইয়া বসিতে আজ্ঞা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন শারীরিক ভাল আছ রাজা করপুটে নিবেদন করিলেন সাহেবের প্রসাদাৎ সকল মঙ্গল এবং শারীরিকও মঙ্গল এইরূপ অনেক শিষ্টাচার গেল ক্ষণেক বসিয়া রাজা নিবেদন করিলেন যদি আজ্ঞা হয় তবে বাসায় যাই অনেক২ নিবেদন আছে পশ্চাৎ গোচর করিব নবাব অনুমতি দিলেন। এ দিবস রাজা বাসায় আসিয়া মহারাজ মহেন্দ্র ও রাজা রামনারায়ণ ও রাজা রাজবল্লভ এবং জগৎসেট ও মীর জাফরালি খাঁ ইহারদিগের নিকট মনুষ্য প্রেরিত করিলেন আমি সাক্ষাৎ করিতে যাইব সকলেই অনুমতি করিলেন রাত্রে আসিতে কহিও ক্রমে২ রাজা সকলের নিকট রাত্রে গমন করিয়া আত্মনিবেদন করিলেন। পরে জগৎসেট কহিলেন এ দেশের অত্যন্ত অপ্রতুল হইল দেশাধিকারী অতিদুরন্ত কারু বাক্য শুনে না দিন২ দৌরাত্ম্য অধিক হইতেছে অতএব সকলে একবাক্যতা হইয়া বিবেচনা না করিলে কাহারু নিষ্কৃতি নাই এই কথার পর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন আপনারা রাজদ্বারের কর্ত্তা আমরা আপনকারদিগের মতাবলম্বী যেমন২ কহিবেন সেইরূপ কার্য্য করিব ইহাই শুনিয়া জগৎসেট কহিলেন অদ্য বাসায় যাউন আমি মহারাজা মহেন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া নিভৃত এক স্থানে বসিয়া আপনকাকে ডাকাইব সে দিবস বিদায় হইয়া রাজা বাসায় আসিলেন পরে এক দিবস জগৎসেটের বাটীতে রাজা মহেন্দ্র প্রভৃতি সকলে বসিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে আহ্বান করিলেন দূত আসিয়া রাজাকে লইয়া গেল যথাযোগ্য স্থানে সকলে বসিলেন। ক্ষণেক পরে রাজা রামনারায়ণ প্রশ্ন করিলেন আপনারা সকলেই বিবেচনা করুন দেশাধিকারী অতিশয় দুর্বৃত্ত উত্তর২ দৌরাত্ম্যের বৃদ্ধি হইতেছে অতএব কি করা যায় এই কথার পর মহারাজা মহেন্দ্র কহিলেন

আমরা পুরুষানুক্রমে নবাবের চাকর যদি আমারদিগের হইতে কোন ক্ষতি নবাব সাহেবের হয় তবে অধর্ম্ম এবং অখ্যাতি অতএব আমি কোন মন্দ কর্ম্মের মধ্যে থাকিব না তবে যে পূর্ব্বে এক আধ বাক্য কহিয়াছিলাম সে বড় উষ্মাপ্রযুক্ত এইক্ষণে বিবেচনা করিলাম এসব কার্য্য ভাল নয় এই কথার পর রাজা রামনারায়ণ ও রাজা রাজবল্লভ এবং জগৎসেট ও মীর জাফরালি খাঁ কহিলেন যদ্যপি আপনি এ পরামর্শ হইতে ক্ষান্ত হইলেন কিন্তু দেশ রক্ষা পায় না এবং ভদ্র লোকের জাতি প্রাণ থাকা ভার হইল। অনেক২ রূপ কহিতে মহারাজা মহেন্দ্র কহিলেন তোমরা কি প্রকার করিবা তখন রাজা রামনারায়ণ কহিলেন পূর্ব্বে এ কথার প্রস্তাব এক দিবস হইয়াছিল তাহাতে সকলে কহিয়াছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অতিবড় মন্ত্রী তাঁহাকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করা যাউক তিনি যেমন২ পরামর্শ দিবেন সেই মত কার্য্য করিব এখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এই সাক্ষাতে আছেন ইহাকে জিজ্ঞাসা করুন যে২ পরামর্শ কহেন তাহাই শ্রবণ করিয়া যে হয় পশ্চাতে করিবেন। ইহার পর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি সকলি জ্ঞাত হইয়াছ এখন কি কর্ত্তব্য। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় হাস্য করিয়া নিবেদন করিলেন মহাশয়েরা সকলেই প্রধান মনুষ্য আপনকারা আমাকে অনুমতি করিতেছেন পরামর্শ দিতে এ বড় আশ্চর্য্য সে যে হউক আমি নিবেদন করি তাহা শ্রবণ করুন আমারদিগের দেশাধিকারী যিনি ইনি জবন ইহার দৌরাত্ম্যক্রমে আপনারা ব্যস্ত হইয়া উপায়ান্তর চিন্তা করিতেছেন। সমভিব্যাহৃত মীর জাফরালি খাঁ সাহেব ইনিও জাতে জবন অতএব আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। এই কথার পর সকলে হাস্য করিয়া কহিলেন হাঁ ইনি জবন বটেন কিন্তু ইঁহার

প্রকৃতি অতি উত্তম আপনি ইহাঁকে সন্দেহ করিবেন না পশ্চাৎ কৃষ্ণচন্দ্র রায় নিবেদন করিলেন এ দেশের উপর বুঝি ঈশ্বরের নিগ্রহ হইয়াছে নতুবা এককালীন এত হয় না প্রথম যিনি দেশাধিকারী ইহাঁর সর্ব্বদা পরানিষ্ট চিন্তা এবং যেখানে শুনেন সুন্দরী স্ত্রী আছে তাহা বলক্রমে গ্রহণ করেন এবং কিঞ্চিৎ অপরাধে জাতি প্রাণ নষ্ট করেন দ্বিতীয় বরগী আসিয়া দেশ লুট করে তাহাতে মনোযোগ নাই তৃতীয় সন্ন্যাসী আসিয়া যাহার উত্তম ঘর দেখে তাহাই ভাঙ্গিয়া কাষ্ঠ করে তাহা কেহ নিবারণ করে না অশেষ প্রকার এ দেশে উৎপাত হইয়াছে অতএব দেশের কর্ত্তা জবন থাকিলে কাহারু ধর্ম্ম থাকিবে না এবং জাতিও থাকিবে না অতএব ঈশ্বরের নিগ্রহ না হইলে এত উৎপাত হয় না আমি একারণ অনেক২ বিশিষ্ট লোককে কহিয়াছি তোমরা সকলে ঈশ্বরের আরাধনা বিশিষ্টরূপে কর যেন আর উৎপাত না হয় এবং জবন অধিকারী না থাকে আত্ম২ জাতি ধর্ম্ম রক্ষা পায় এইরূপ ব্যবহার আমি সর্ব্বদাই করিতেছি অতএব নিবেদন করি ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন নষ্ট করিবেন না কিন্তু এক সুপরামর্শ আছে আমি নিবেদন করি যদি সকলের পরামর্শ সিদ্ধ হয় তবে তাহার চেষ্টা পাইতে পারি। তখন সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন কি পরামর্শ কহ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন সকলে মনোযোগ করিয়া শ্রবণ করুন।

এ দেশের অধিকারী সর্ব্বপ্রকারে উত্তম হন এবং অন্য জাতি ও এ দেশীয় না হন তবেই মঙ্গল হয়। জগৎসেট প্রভৃতি কহিলেন এমন কে তাহা বিস্তারিয়া কহ রাজা কহিলেন বিলাতে নিবাস জাতে ইঙ্গরাজ কলিকাতায় কোঠি করিয়া আছেন যদি তাঁহারা এ রাজ্যের রাজা হন তবে সকল মঙ্গল হবেক। ইহা শুনিয়া সকলেই কহিলেন

তাঁহারদিগের কি২ গুণ আছে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন তাঁহার-দিগের গুণ এই২ সকল সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পরহিংসা করেন না যোদ্ধা অতিবড় প্রজাপতি যথেষ্ট দয়া এবং অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় ধনেতে কুবের তুল্য ধাম্মিক এবং অর্জ্জুনের ন্যায় পরাক্রম প্রজা পালনে সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠির এবং সকলে ঐক্যতাপন্ন শিষ্টের পালন দুষ্টের দমন রাজার সকল গুণ তাঁহারদিগের আছে অতএব যদি তাঁহারা এ দেশাধিকারী হন তবে সকলের নিস্তার নতুবা জবনে সকল নষ্ট করিবেক। এই কথার পর জগৎসেট কহিলেন তাঁহারা উত্তম বটেন তাহা আমি জ্ঞাত আছি কিন্তু তাঁহারদিগের বাক্য আমরাও বুঝিতে পারি না ও আমাদিগের বাক্য তাঁহারাও বুঝিতে পারেন না ইহার পর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন এখন তাঁহারা কলিকাতায় কোঠি করিয়া বাণিজ্য করিতেছেন সেই কলিকাতার দক্ষিণে কালীঘাট নামে এক স্থান আছে তাহাতে কালীঠাকুরাণী আছেন আমি মধ্যে২ কাল কারণ গিয়া থাকি সেই কালে কলিকাতার কোঠির যিনি বড় সাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকি ইহাতেই তাঁহার চরিত্র আমি সমস্তই জ্ঞাত আছি। এই কথার পর রাজা রামনারায়ণ কহিলেন আপনি মধ্যে২ কলিকাতার কোঠির বড় সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন কিন্তু তাঁহার বাক্য কি প্রকারে আপনি বুঝেন আর আপনকার কথা তিনি বা কি প্রকারে জ্ঞাত হন। এই কথার উত্তর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন কলিকাতায় অনেক২ বিশিষ্ট লোকের বসতি আছে তাঁহারা সকলে ইঙ্গরাজী ভাষা অভ্যাস করিয়াছেন এবং সেই সকল বিশিষ্ট মনুষ্য সাহেবের চাকর আছেন তাঁহারাই বুঝাইয়া দেন। (পৃ. ৬৩-৭১)

অনেকে ভুল করিয়া 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' পুস্তকের প্রথম

সংস্করণের প্রকাশকাল "১৮০১" খ্রীষ্টাব্দ বলিয়াছেন। ইহা ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে পুনর্মুদ্রিত হয়। শ্রীরামপুর হইতে ইহা একাধিক বার মুদ্রিত হইয়াছিল; তাহা ছাড়া লং সাহেবের আদেশানুসারে গোপীনাথ চক্রবর্ত্তী অ্যাণ্ড কোম্পানির উদ্যোগে ১৭৮০ শকে প্রকাশিত একটি সংস্করণও আছে। শেষোক্ত সংস্করণের পুস্তকের অনেক স্থানে ভাষার বিন্যাস বিপর্য্যয় ইত্যাদি যেসকল দোষ ছিল, তাহা গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সংশোধন করিয়া দেন।

রামকিশোর তর্কচূড়ামণি

রোবাক্-সঙ্কলিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইতিহাসে প্রকাশ, রামকিশোর তর্কচূড়ামণি ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের পণ্ডিত নিযুক্ত হন।* কিন্তু ৪ সেপ্টেম্বর ১৮০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কলেজ-অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠে জানা যায়, রামকিশোর তখনও সংস্কৃত ও বাংলা-বিভাগে মাসিক ৪০৲ বেতনে পণ্ডিতের কার্য্য করিতেছেন;† এই পদ অস্থায়ী ছিল বলিয়া মনে হয়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই নবেম্বর তারিখে লিখিত কেরীর একখানি পত্র হইতে রামকিশোরের মৃত্যুসংবাদ জানা যায়।‡

রামকিশোর সংস্কৃত হিতোপদেশ বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন; তাঁহার 'হিতোপদেশ' ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা নিজেদের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন:—

> ...They printed also the Hitopudesha: the work was translated however, by the late Raj [Ram ?]-Kishora Tarka Choora-monee.—*The Friend of India* (Quarterly Series), Vol. II. No. viii. p. 566.

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইতিহাসে প্রকাশ:—

> FABLES. হিতোপদেশ by Ramukishoru Turka-lunkaru, 8 vo. 1808. §

* Roebuck: *The Annals of the College of Fort William* (1819), App. p. 50.

† Home Miscellaneous No. 559, p. 444.

‡ Home Mis. No. 565, p. 569.

§ Roebuck: *The Annals of the College of Fort William*, App. No. II, p. 29.

মোহনপ্রসাদ ঠাকুর

মোহনপ্রসাদ ঠাকুর সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তিনি ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট লাইব্রেরিয়ানের পদে নিযুক্ত হন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দেও যে তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, রোবাকের গ্রন্থের শেষে তাহার উল্লেখ আছে। ইহার কিছু দিন পরেই তিনি শ্রীরামপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্রীরামপুরনিবাসী কালিদাস মৈত্র তাঁহার 'বাষ্পীয় কল ও ভারতবার্ষীয় রেলওয়ে' (১২৬২ সাল) পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

> তৎকালে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের নিয়মানুসারে মানিলোকের মান রক্ষা হওয়া অতি কঠিন হইয়াছিল, অপিচ যে সমস্ত অধমর্ণ উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিত না, তাহাদিগকে যাবজ্জীবন কারাগারে কাল যাপন করিতে হইত, সুতরাং সেই সমস্ত লোক আপন২ মান সম্ভ্রম রক্ষার নিমিত্তে অন্য উপায় না থাকাপ্রযুক্ত শ্রীরামপুরে আসিয়া রক্ষা পাইত। কলিকাতায় ইন্সলবেণ্ট কোর্ট, (Insolvent Court,) স্থাপিত হইলে পরে ঐ সমস্ত যোত্রহীন অধমর্ণগণ কলিকাতায় পুনরাগমন করিয়াছে,…(পৃ. ৯৪)
>
> শ্রীরামপুরে শ্রীযুত হলেনবর্গ সাহেব বিচারপতিপদে নিযুক্ত হইয়া শ্রীযুত বাবু মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের সহকারে তত্রস্থ বিচারালয়ে ইষ্টাম্প কাগজ ব্যবহারের নিয়ম করিয়াছিলেন, মোহনপ্রসাদ ঠাকুরও কলিকাতা হইতে এই নগরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। (পৃ. ৯৫)

হলেনবর্গ ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের গবর্ণর হন এবং ১১ মে ১৮৩৩ তারিখে মারা যান। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে মোহনপ্রসাদ যে শ্রীরামপুরে ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ।

মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের যে-কয়খানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, প্রকাশকাল-সমেত সেগুলির তালিকা দেওয়া হইল :—

1. A Vocabulary. Bengalee and English, for the use of Students. *By Mohunpersaud Takoor*, Assistant Librarian in the College of Fort William. Calcutta : Printed by Thomas Hubbard, At the Hindoostanee Press. 1810. [পৃ. ২০০+২]

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে মোহনপ্রসাদ একখানি ওড়িয়া-ইংরেজী অভিধান প্রকাশ করেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রোবাকের গ্রন্থে (পৃ. ২৮৮) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-কর্তৃপক্ষের আনুকূল্যে যে-সকল গ্রন্থ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮১০ তারিখের পরে প্রকাশিত হয়, তাহার তালিকায় প্রকাশ :—

2. An Ooriya and English Vocabulary. By Mohun Prusad Thakoor, Native Librarian to the College, and Author of a Bengalee and English Vocabulary, already published. The Ooriya Language is the vernacular dialect of the Province of Orissa ; and as no Dictionary, or Vocabulary, of it has been yet printed, the present work will be of considerable utility. The compiler is well qualified for his undertaking, being a good English Scholar ; besides his knowledge of several other languages, Asiatic and European.

3. A Choice Selection of the most amusing Tales from the Persian, with The Rules of Life, compiled from Gladwin's Persian Classicks. To which is added, A Dictionary, comprising All the words contained in the Tales and Rules, with their interpretations in Bengalee by MOHUNPERSAUD TAKOOR, Assistant Librarian in the College of Fort William. Calcutta : Printed at the Times Press 1816. [পৃ. ১২৬]

হরপ্রসাদ রায়

হরপ্রসাদের নিবাস—কাঁচরাপাড়া।* তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের এক জন অস্থায়ী পণ্ডিত ছিলেন। বিদ্যাপতির 'পুরুষপরীক্ষা' অনুবাদ করিয়া তিনি কলেজের বাংলা-বিভাগের অধ্যক্ষ কেরীর হস্তে অর্পণ করেন। কেরী ২২ মার্চ ১৮১৫ তারিখে কলেজ-কাউন্সিলকে এ-বিষয়ে যে পত্র লেখেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

Huru Prusada, a Pundit on the Bengalee fluctuating Establishment of the College has translated a Sunskrit work called Poorooshu Pureeksha, into the Bengalee language which he intends to print, if he can obtain the usual encouragement of a subscription of 100 copies...†

কলেজ-কাউন্সিল প্রতি খণ্ড ১০৲ হিসাবে এক শত খণ্ড 'পুরুষ-পরীক্ষা' গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন (৩০ মার্চ ১৮১৫)।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি 'পুরুষপরীক্ষা' প্রকাশিত হয়। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৭৩; আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

শ্রীযুক্ত বিদ্যাপতি পণ্ডিতকর্ত্তৃক সংস্কৃতবাক্যে সংগৃহীতা পুরুষপরীক্ষা।—শ্রীহরপ্রসাদ রায় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষাতে রচিত।—শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—১৮১৫।

পুস্তকের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে গ্রন্থকার ভূমিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন :—

অভিনব প্রজ্ঞাবিশিষ্ট বালকেরদিগের নীতি শিক্ষার নিমিত্তে এবং কামকলা কৌতুকাবিষ্ট পুরস্ত্রীগণের হর্ষের নিমিত্তে শ্রীশিবসিংহ রাজার আজ্ঞানুসারে বিদ্যাপতি নামে কবি এই গ্রন্থ রচনা করিতেছেন···। যে গ্রন্থের লক্ষণোক্ত পরীক্ষার দ্বারা পুরুষ সকলের পরিচয় হয় এবং যে গ্রন্থের কথা সকল লোকের মনোরমা সেই পুরুষপরীক্ষা নামে পুস্তক রচনা করা যাইতেছে।—

---

* Rev. James Long : *Returns relating to Native Printing Presses & Publications in Bengal*.. (1855), p. 47.

† *Home Miscellaneous No. 563*, p. 348.

…পৃথিবীতে পুরুষাকার মাত্র অনেক পুরুষ আছে সেই কেবল পুরুষাকার মনুষ্য সকলকে ত্যাগ করিয়া বাস্তব পুরুষকে বর করহ আমি ইহা কহিতেছি। সেই পুরুষ যে প্রকার হয় তাহা কহা যাইতেছে কেবল পুরুষাকার অনেক লোক মিলিতে পারে কিন্তু বক্ষ্যমাণ লক্ষণেতে যুক্ত যে পুরুষ সে অতি দুর্লভ তাহাও কহিতেছি বীর এবং সুধী ও বিদ্বান্ আর পুরুষার্থযুক্ত এই চারি প্রকার পুরুষ তদ্ভিন্ন যে লোক সকল তাহারা পুরুষাকার পশু কেবল পুচ্ছরহিত।

ভাষার নিদর্শন-স্বরূপ প্রথম সংস্করণের 'পুরুষপরীক্ষা' হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

ইতি নিস্পৃহকথা।

জীবের আশাত্যাগ হইলেই তত্ত্বজ্ঞান হয় অর্থাৎ মোক্ষসাধক জ্ঞান হয় কিন্তু কেবল উত্তম কর্ম্ম করিলে তত্ত্বজ্ঞান হয় না যে পর্য্যন্ত মনেতে চাঞ্চল্য থাকে ও অর্থাভিলাষ থাকে এবং যাবৎ কন্দর্পের আবির্ভাব থাকে আর যাবৎ সকল জীবেতে সমজ্ঞান না হয় ও যে পর্য্যন্ত প্রয়োজনরহিত মিত্রতা না হয় তাবৎ পরমেশ্বর নিবিড় বনের ন্যায় থাকেন অর্থাৎ জীবের জ্ঞানের অগোচর থাকেন যখন বিষয় হইতে মনের নিবৃত্তি হয় তখন তত্ত্বজ্ঞান হয় সেই তত্ত্বজ্ঞানেতে ঈশ্বরদর্শন হইয়া জীবের মুক্তি হয়।

অথ লব্ধসিদ্ধি কথা।—

উজ্জয়িনী নগরেতে এক রাজার তিন পুত্র ছিল প্রথম পুত্র ভর্ত্তৃহরি দ্বিতীয় শক তৃতীয় বিক্রমাদিত্য এই তিন সহোদরের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভর্ত্তৃহরি তিনি পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য হেতুক দ্বেষাদি দোষেতে রহিত ও পবিত্র এবং শান্তান্তঃকরণ আর সকরুণ এবং সকল বিষয়েতে বিরক্ত ছিলেন। পরে রাজা পরলোকগত হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র ভর্ত্তৃহরি রাজ্য-

বাসনা করিতেন না কিন্তু মন্ত্রিরদিগের অনুনয়েতে কহিলেন যে আমি রাজ্যাভিলাষ করি না কেবল তোমারদের অনুরোধে রাজত্ব স্বীকার করিলাম কিন্তু ধর্ম্মার্থেই কিঞ্চিৎকাল রাজত্ব করিব কেবল সুখার্থে রাজ্য করিব না আর আমি একবার যে সুখভোগ করিব পুনশ্চ সেই সুখভোগ করিব না এবং তোমরাও আমাকে সেই ভুক্ত ভোজনে প্রবৃত্ত করিবা না। এই পরামর্শ স্থির করিয়া ভর্ত্তৃহরি ঐ রাজ্যে রাজা হইয়া দণ্ডনীতি শাস্ত্রের মতে শত্রুগণকে জয় করিয়া ও শিষ্ট লোকের সম্বর্দ্ধনা এবং দুষ্ট লোকের দমন আর প্রজাবর্গের পালন করিয়া এক বৎসর রাজত্ব করিলেন। পরে মন্ত্রিগণ এই নিবেদন করিলেন হে মহারাজ আপনি এক বৎসর রাজত্ব করিয়া সকল কর্ম্ম সিদ্ধ করিয়া যেরূপ সুখভোগ করিয়াছেন ইহার পর আগামি বৎসরে সেই সকল সুখ পুনশ্চ আসিবে কিন্তু সেই অনুভূত সুখের পুনর্ব্বার অনুভব করিলেই ভুক্তভোজন হইবে কিন্তু আপনি পূর্ব্বে আজ্ঞা করিয়াছেন যে তোমরা আমাকে ভুক্তভোজনে প্রবত্ত করিবা না এই নিমিত্তে নিবেদন করিলাম এখন মহারাজের যেমত স্বেচ্ছা হয় তাহাই করুন। রাজা ভর্ত্তৃহরি মন্ত্রিরদিগের ঐ কথা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন যদি একবার ভুক্ত বিষয়ের পুনর্ব্বার ভোগ কর্ত্তব্য হয় তবে মনুষ্য কখনও তৃপ্ত হইতে পারে না, এবং যে পুরুষ সম্বৎসর পর্য্যন্ত সময় বিশেষের যে২ সুখ একবার অনুভব করিয়াছে সে প্রতিবর্ষে পুনশ্চ সেই২ সুখের অনুভব করিতে পারে অধিক সুখভোগ করিতে পারে না অতএব একবার ভুক্ত সুখের পুনর্ব্বার ভোগ করা উত্তম পুরুষের কর্ত্তব্য নহে অপর ভোগ্য বস্তুর একবার ভোগ করিয়াও যে লোকের পিপাসা নিবৃত্তি না হয় তাহার সেই তৃষ্ণারূপ যে প্রাণান্তক রোগ সেই রোগের চিকিৎসাও হয় না অতএব আর সুখেচ্ছা কিম্বা রাজ্য

বাসনা করিব না! রাজা ভর্ত্তৃহরি মন্ত্রিরদিগকে আপনার অভিপ্রায় জানাইয়া এবং রাজ্য ও সমুদায় সুখভোগ ত্যাগ করিয়া শক নামে ভ্রাতাকে রাজ্য দিয়া আপনি তপোবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর ভর্ত্তৃহরি সর্ব্বদা যোগাবলম্বন করিয়া ঈশ্বরেতে মনঃসংযোগ করিয়া থাকেন। এক সময়ে রাজা ঐ তপস্যা হইতে কিঞ্চিৎ কাল নিবৃত্ত হইয়া আপনার এক জীর্ণ বস্ত্র সীবন করিতে অর্থাৎ সেলাই করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে শ্রীমন্নারায়ণ ভর্ত্তৃহরিকে অবকাশপ্রাপ্ত দেখিয়া এই আজ্ঞা করিলেন যে ভর্ত্তৃহরি তুমি আমার প্রধান ভক্ত এবং অতি প্রিয় পাত্র সম্প্রতি আমি তোমাকে সন্তুষ্ট হইলাম তুমি আমার নিকটে বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা করহ। রাজা ভর্ত্তৃহরি পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া পরমেশ্বরের চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক এই নিবেদন করিলেন হে জগদীশ্বর আমি সসাগরা পৃথিবী কামনা করি না এবং ইন্দ্রের অমরাবতী ইচ্ছা করি না ও কল্প পর্য্যন্ত পরমায়ু বাসনা করি না আর কোন সুখাভিলাষ করি না এবং দিব্যাঙ্গনা কামনা করি না আমি নিতান্ত কামনারহিত হইয়াছি আমার বাঞ্ছামাত্র নাই আমাকে বরদান করিলে কি হইবে আপনি ত্রিলোকের কর্ত্তা যদি বরদানোৎসুক হইয়াছেন তবে কোন যাচক ব্যক্তিকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করুন। (পৃ. ২৬৮-৭২)

'পুরুষপরীক্ষা'র আরও কতকগুলি সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা লণ্ডনে পুনর্ম্মুদ্রিত হয়। ১৩১১ সালে বঙ্গবাসী কার্য্যালয় 'পুরুষপরীক্ষা'র একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন; কিন্তু পুস্তকের আখ্যা-পত্রে ও প্রকাশকের ভূমিকায় গ্রন্থকার-হিসাবে ভ্রমক্রমে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নাম মুদ্রিত হইয়াছে।

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন

কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননও কেরীর অধীনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের একজন সহকারী পণ্ডিত ছিলেন। ১৮১৩ হইতে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত —এগার বৎসর কাল তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি 'পদার্থকৌমুদী' পুস্তকের পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়া গ্রন্থ-মুদ্রণে আনুকূল্য করিবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

মহামহিম শ্রীযুত কালেজ কৌন্‌সলের সাহেবান বরাবরেষু

কালেজের পণ্ডিত শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের নিবেদনমিদং আমি ন্যায়দর্শনের ভাষাপরিচ্ছেদ পুস্তকের গৌড়দেশীয় সাধুভাষাতে সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী প্রভৃতি টীকার অনুসারে স্পষ্টরূপে অর্থপ্রকাশ করিতেছি যে শাস্ত্রের অতি কাঠিন্যপ্রযুক্ত অর্থপ্রকাশ করণে অদ্যাপি কোন পণ্ডিত প্রবৃত্ত হয়েন নাই—মেস্তর পিয়র সাহেবের মুদ্রাগৃহে এই পুস্তকের মূল-সহিত মুদ্রাকরণে পঞ্চ শত মুদ্রা ব্যয় হইবেক পুস্তকের মূল্যে শ্রীযুতেরদিগের বিবেচনায় নির্ভর করিয়া দৃষ্টি করিবার নিমিত্তে পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ সমর্পণ করিতেছি এইরূপ বিংশতি ভাগ হইবেক তাহাতে শ্রীযুতেরা অনুগ্রহপূর্ব্বক এক শত পুস্তক গ্রহণ করিলে পুস্তক মুদ্রিত হইতে পারে ও আমার পরিশ্রম সফল হয় এবং কালেজের পাঠার্থি সাহেবদিগের অল্পায়াসে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে বিদ্যা ও বাঙ্গালাভাষাতে নৈপুণ্য হইতে পারে অতএব নিবেদন যে অনুগ্রহপূর্ব্বক এই প্রতিপাল্য ব্যক্তির প্রতি সফলা আজ্ঞা হয়, ইতি ১৮২০ সাল তারিখ ৭ দিসম্বর

শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণঃ।

কলেজ-কাউন্সিল দশ খণ্ড পুস্তক ৫০৲ মূল্যে ক্রয় করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তক 'পদার্থকৌমুদী' নামে প্রকাশিত হয়; ইহার কথা পরে আলোচিত হইবে।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর (?) মাসে রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু হইলে সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। "শিমুল্যা-নিবাসী" কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন এই পদের জন্য আবেদন করেন এবং প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া মাসিক ৮০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি ১৯ নবেম্বর ১৮২৫ হইতে ৩০ এপ্রিল ১৮২৭ তারিখ পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন।

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ২৪-পরগণা জেলার জজ-পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হন। এই সংবাদে 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখিয়াছিলেন:—

> পাণ্ডিত্য কর্ম্মে নিয়োগ।—সিমুল্যা নিবাসি শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য যিনি সংস্কৃত কালেজের স্মার্ত্তাধ্যাপক ছিলেন তিনি ২১ বৈশাখ ৩ মে বৃহস্পতি বারে জেলা চব্বিশ পরগণার পাণ্ডিত্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।—১২ মে ১৮২৭ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাশীনাথ এই কার্য্য করিয়া চাকুরি হইতে বরখাস্ত হন। কাউন্সিল অব এডুকেশনের ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৭ তারিখের অধিবেশনের কার্য্যবিবরণে প্রকাশ:—

> **He was dismissed by order of the Sudder Dewany Audalat but by a subsequent proceedings of that Court it appearing that the said order did not prohibit his future employment...his name was registered in the Council's list for employment...**

১৮৩২ হইতে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাশীনাথ কি করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় নাই। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ হইতে তিনি নবগঠিত

ব্যাকরণের ৫ম শ্রেণীর অধ্যাপকরূপে ৪০৲ বেতনে পুনরায় সংস্কৃত কলেজে যোগদান করেন।*

বৃদ্ধ কাশীনাথের দ্বারা অধ্যাপনা-কার্য্য আশানুরূপ ভাবে চলিতেছিল না। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইবার প্রাক্কালে বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের সাহিত্য-অধ্যাপক ও অস্থায়ী সেক্রেটরীরূপে সংস্কৃত কলেজের আমূল সংস্কারকল্পে শিক্ষা-পরিষদ্‌কে ১৬ ডিসেম্বর ১৮৫০ তারিখে যে সুদীর্ঘ রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে কাশীনাথকে ব্যাকরণের অধ্যাপক-পদ হইতে সরাইয়া গ্রন্থাধ্যক্ষ-পদে, এবং গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে গ্রন্থাধ্যক্ষ-পদ হইতে ব্যাকরণ-অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব ছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

> The 5th Grammar Professor, Pundit Kashinath Tarkapanchanana, is not quite equal to discharge the duties of his class. He is an old Pundit and seems to be in his dotage. He is altogether unacquainted with that discipline which is absolutely required for so young a class as his. Being an old man, he will not bear to be directed, as is usual with all Pundits of his age.
>
> From all these circumstances his class is the most irregular of all. Therefore, I beg leave to propose that he be placed in charge of the library with his present salary, Rs. 40 a month,...

বিদ্যাসাগরের এই প্রস্তাব শিক্ষা-পরিষদ্ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। কলেজের বেতনের রসিদ-বইয়ে প্রকাশ, কাশীনাথ ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস হইতে "গ্রন্থাধ্যক্ষ" হিসাবে বেতন লইয়াছিলেন।

* কাশীনাথ পূর্ব্বে যে-যে চাকরি করিয়াছিলেন, সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রে তাহার এইরূপ বিবরণ আছে :—

> Pundit of the College of Fort William from 1818 to 1824. Professor of Smriti in the Government Sanscrit College from 1825 to 1826. Pundit and Sudder Ameen of the District of 24 Purganahs from 1827 to 1831.—Annual Return...dated 1 May 1847.

৮ নবেম্বর ১৮৫১ তারিখে কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু হয়, মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর* হইয়াছিল। ১০ নবেম্বর তারিখে শিক্ষা-পরিষদ্‌কে লিখিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্রে প্রকাশ :—

I have the honor to report for the information of the Council of Education, that on the 8th Instant, Pundit Kasinath Tarkapanchanan the Libraian expired.

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আমরা তাহার যে-কয়খানি গ্রন্থের সন্ধান করিতে পারিয়াছি, নিম্নে সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম।

১। **পদার্থকৌমুদী**। ইং ১৮২১। পৃ ১৪৫।

A System of Logic ; written in Sunscrit by The Venerable Sage Boodh, and explained in a Sunscrit commentary by The Very Learned Viswonath Turkaluncar, Translated into Bengalee by Kashee Nath Turkopunchanun. মহর্ষি গোতমকৃত **ন্যায়দর্শন** ; মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ তর্কালঙ্কারকৃত তদীয় ভাষাপরিচ্ছেদঃ। শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চাননকৃততস্তদীয়ার্থ সাধুভাষা সংগ্রহঃ। **গ্রন্থনাম পদার্থকৌমুদী**। স্কুলবুক সোসাইটির দ্বারা কলিকাতা মিসন মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইল। C. S. B. S. Calcutta : Printed for the Calcutta School-Book Society, At the Baptist Mission Press, Circular Road. 1821.

আখ্যা-পত্রের পর-পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের নিবাস ও গ্রন্থের প্রকাশকাল এইরূপ দেওয়া আছে :—

শ্রীবিশ্বনাথ তর্কালঙ্কার কৃত তদীয় ভাষা পরিচ্ছেদ।

* সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রে প্রকাশ, ১ মে ১৮৫১ তারিখে কাশীনাথের বয়স ছিল "৬৩"।

আরিয়াদহ গ্রামনিবাসি শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন কৃতঃ গৌড় দেশ প্রচলিত সাধুভাষা রচিত, সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী সম্মত, তদীয়ার্থ সারসংগ্রহ।

গ্রন্থনাম পদার্থ কৌমুদী

কলিকাতা নগরে মিসন মুদ্রাযন্ত্রে বাঙ্গালা সন ১২২৭ শালের চৈত্র মাসে ২ তারিকে মুদ্রিত হইল।

রচনার নিদর্শন ঃ—

বুদ্ধি দুই প্রকার হয় অনুভব ও স্মরণ। সেই অনুভব চারি প্রকার প্রত্যক্ষ অনুমিতি উপমিতি ও শাব্দ। এই প্রত্যক্ষাদি অনুভব চতুষ্টয়ের করণ যে প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান ও শব্দ তাহার নাম প্রমাণ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় করণক যে অনুভব তাহার নাম প্রত্যক্ষ। সেই প্রত্যক্ষের করণ যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় তাহার নাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ব্যাপ্তি জ্ঞান করণক যে অনুভব তাহার নাম অনুমিতি। সেই অনুমিতির করণ যে ব্যাপ্তি জ্ঞান তাহার নাম অনুমান প্রমাণ। সাদৃশ্য জ্ঞান করণক যে অনুভব তাহার নাম উপমিতি। সেই উপমিতির করণ যে সাদৃশ্য জ্ঞান তাহার নাম উপমান প্রমাণ। পদ জ্ঞান করণক যে অনুভব তাহার নাম শাব্দ। সেই শাব্দের করণ যে পদজ্ঞান তাহার নাম শব্দ প্রমাণ। (পৃ. ৩৭-৩৮)

২। **আত্মতত্ত্ব কৌমুদী**। ইং ১৮২২। পৃ. ১৮৯+৫।

শ্রীশ্রীহরিঃ।—শ্রী আদি পুরুষায় নমঃ।—উৎপত্তি স্থিতি লয়, জগতের যাঁর হয়, পুনর্জন্ম হরে যাঁর জ্ঞান। অনাদি অনন্ত শান্ত, যাঁর মায়ায় জগদ্ভ্রান্ত, স্মরি সেই পুরুষ প্রধান। গ্রন্থনাম **আত্মতত্ত্ব কৌমুদী**। শ্রীশ্রীকৃষ্ণমিশ্র কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন শ্রীগদাধরন্যায়রত্ন শ্রীরামকিঙ্কর শিরোমণি কৃত, সাধুভাষা

রচিত তদীয়ার্থ সংগ্রহ। গ্রন্থের সংখ্যা ছয় অঙ্ক, প্রথমাঙ্কের নাম বিবেকোত্থম, দ্বিতীয়াঙ্কের নাম মহামোহোদ্যোগ, তৃতীয়াঙ্কের নাম পাষণ্ডবিড়ম্বন, চতুর্থাঙ্কের নাম বিবেকোদ্যোগ, পঞ্চমাঙ্কের নাম বৈরাগ্যোৎপত্তি, ষষ্ঠাঙ্কের নাম প্রবোধোৎপত্তি, এই গ্রন্থের নাট্যশাস্ত্রোক্ত সংজ্ঞাশব্দের অর্থ এবং মোহবিবেকাদির লক্ষণ তত্তৎ শব্দার্থের নির্ঘণ্টপত্রে অকারাদিক্রমে দৃষ্টি করিয়া অবগত হইবা। পুস্তকের মূল্য ৪ মুদ্রাচতুষ্টয় মাত্র। মহেন্দ্রলাল প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সন ১২২৯ শাল।

রচনার নিদর্শনস্বরূপ পুস্তকের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃতি করিতেছি ঃ—

এিকি আশ্চর্য্য অজ্ঞানিলোকেরা অজ্ঞান দৃষ্টিতে নারীতে কি২ আরোপিত না করিতেছে দেখ মুক্তা রচিত হার, শব্দায়মান মণিময় স্বর্ণনূপুর, কুঙ্কুমের রাগ সুগন্ধি কুসুম রচিত আশ্চর্য্য মাল্য এবং আশ্চর্য্য বসন পরিধান, অর্থাৎ মুক্তাহারাদির শোভাতে শোভিতা কিন্তু ফলতঃ রক্ত মাংসময়ী যে নারী তাহাকে দর্শন করিয়া এই এই নারী কি পরমা সুন্দরী এইরূপ ভ্রান্তিতে ভ্রান্ত লোকেরা মুগ্ধ হইতেছে কিন্তু জ্ঞানিলোকেরা জ্ঞানদৃষ্টিতে সেই নারীকে নরকরূপে দর্শন করিতেছেন যে হেতু তাঁহারা তাবৎ বস্তুর বাহ্য ও অন্তর জ্ঞাত আছেন এবং নারীর কনকচম্পক সদৃশ যে শরীর তাহাও ফলতঃ মলমূত্রাদিতে পরিপূর্ণ আছে। (পৃ. ১০০-১০১)

৩। **পাষণ্ডপীড়ন**। ইং ১৮২৩। পৃ. ২৮৫।

শ্রীশ্রীদুর্গা॥—জয়তি॥—(পাষণ্ডপীড়ন নামক প্রত্যুত্তর) A Reply, Entitled "A TORMENT TO THE IRRELIGIOUS" কোন ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি কর্ত্তৃক কোন পণ্ডিতের সহায়তায় স্বদেশীয় লোক হিতার্থ প্রস্তুত ও প্রকাশিত

হইল PREPARED AND PUBLISHED WITH THE ASSISTANCE OF A PUNDIT, *By a Person, wishing to defend and disseminate Religious principles.* FOR THE BENEFIT OF HIS COUNTRYMEN. সমাচার চন্দ্রিকা মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। [Printed at] the Sumáchara Chundrica Press. CALCUTTA, 1823. কলিকাতা সন ১২২৯ ২০ মাঘ।

'পাষণ্ডপীড়ন' রচনার ইতিহাস এইরূপ। ৬ এপ্রিল ১৮২২ তারিখে শ্রীরামপুর মিশনরীদের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী" এই ছদ্ম স্বাক্ষরে এক ব্যক্তি চারিটি প্রশ্ন করেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে রামমোহন কর্ত্তৃক এই চারিটি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশিত হয়; উহা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীতে 'চারি প্রশ্নের উত্তর' নামে মুদ্রিত হইয়াছে। "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী" এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া প্রত্যুত্তর-স্বরূপ ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি 'পাষণ্ডপীড়ন' পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহাতে "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী"র চারি প্রশ্ন, "ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী"র উত্তর, এবং "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী"র প্রত্যুত্তর একত্র মুদ্রিত হয়।

'পাষণ্ডপীড়ন' উমানন্দন (বা নন্দলাল) ঠাকুরের নির্দ্দেশে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন কর্ত্তৃক রচিত হয়। উমানন্দন পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-গোষ্ঠীর হরিমোহন ঠাকুরের পুত্র। পুস্তকে গ্রন্থকাররূপে কাশীনাথের নাম না থাকিলেও, রামমোহনের 'চারি প্রশ্নের উত্তর' পুস্তকে তাহার ইঙ্গিত আছে। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন এই সময়ে উইলিয়ম কেরীর অধীনে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের এক জন সহকারী পণ্ডিত ছিলেন এবং বিলাত হইতে নবাগত সিবিলিয়ানদিগকে বাংলা শিখাইতেন। তিনি ১৮২১ সনে 'ন্যায়দর্শন' প্রকাশ করেন; তাঁহার অনুরোধে কলেজ-

কাউন্সিল ইহার দশ খণ্ড ৫০৲ মূল্যে কলেজ-লাইব্রেরির জন্য গ্রহণ করেন। নিম্নোদ্ধৃত অংশে রামমোহন এই সকল কথারই ইঙ্গিত করিয়াছেন :—

আর যদি এক ব্যক্তি বহুকাল ম্লেচ্ছসেবা ও ম্লেচ্ছকে শাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া এবং ন্যায় দর্শনের অর্থ ভাষাতে রচনাপূর্ব্বক ম্লেচ্ছকে তাহা বিক্রয় করিতে পারে সে আস্ফালন করিয়া অন্যকে কহে যে তুমি ম্লেচ্ছের সংসর্গ কর ও দর্শনের অর্থ ভাষায় বিবরণ করিয়া ম্লেচ্ছকে দেও অতএব তুমি স্বধর্ম্মচ্যুত হও তবে সে ব্যক্তিকে কি কহা উচিত হয়।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ 'পাষণ্ডপীড়ন' হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

…নগরান্তবাসি মহাশয়কে যবন স্পর্শ করিয়া থাক বলিয়া কোন্ ভদ্রলোকে নিন্দা করিয়া থাকেন, যদি কেহ করেন, সেও অনুচিত, যেহেতু অত্যল্পপাপৈর্ব্বিপদঃ শুচীনাং পাপাত্মনাং পাপশতেন কিম্বা। অর্থাৎ শুচি ব্যক্তির অত্যল্প পাপেই বিপদ্ হয়। পাপাত্মার শত২ পাপেও সমুদ্রের জলের ন্যায় হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, কি জানি, কে দেখিয়াছে, পরমেশ্বরই জানেন, কিন্তু অনেকেই যবনান্নভোক্তা বলিয়া মহাপুরুষকে নিন্দা করিয়া থাকেন, লোকপরম্পরা শুনিতে পাই, ন হ্যমূলা জনশ্রুতিঃ, বহু জনের বাক্য প্রায়ঃ অমূল হয় না, সুবোধ লোকেরাই বিবেচনা করিবেন।

যে ব্যক্তি বাল্য অবধি অহোরাত্র যবনমাত্রের সহিত আলাপ পরিচয় একাসনে সহবাস ও অন্য২ তাবদ্ব্যবহার করিতেছেন, তেঁহ সুতরাং আত্মবন্মন্যতে জগৎ ইহার ন্যায় অন্য ব্যক্তিকেও যবনজ্ঞান করিতে পারেন, সে যাহা হউক, তাঁহার এইরূপ যবনজ্ঞানে

পরমাপ্যায়িত হইলাম, বুঝিলাম যে ভাক্তত্ত্বজ্ঞানি পণ্ডিতাভিমানীর বহু কালে বহু পরিশ্রমে এক্ষণে ভাক্তত্ত্বজ্ঞানের ফল সম্পূর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছে, ভাল, ভাল, ঈশ্বর মঙ্গল করুন, ক্রমে সর্ব্বত্রই যবনজ্ঞান হইবেক,...(পৃ. ২৮-২৯)

...ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের জিজ্ঞাসার এই তাৎপর্য্য যে. ভাক্তত্ত্বজ্ঞানি মহাশয়েরা যে নিগূঢ় শাস্ত্রের অনুসারে অভক্ষ্য ভক্ষণ অপেয় পান ও অগম্যাগমন ইত্যাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, সে নিগূঢ় শাস্ত্রের নাম কি ? কি দুঃসাহস, ভাক্তত্ত্বজ্ঞানি মহাশয়েরা শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি প্রমাণের অনুসারে অতি সুগম কর্ম্মকাণ্ডে অশক্ত হইয়া অতি দুর্গম জ্ঞানকাণ্ডে প্রবৃত্তি করিতেছেন, যেমন একজন সামান্য পশুরক্ষণে অসমর্থ হইয়া হস্তিরক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু পশ্চাৎ তাহার যে দুর্গতিশ্রবণ আছে, তাঁহারদিগেরো বুঝি সেই দুর্গতি হইবেক কি আশ্চর্য, সুরাচার্য্য সুরাসঙ্গে পরম রঙ্গে অচৈতন্য হইয়া শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত অবতারকে এবং তদুপাসক সকলকে অমান্য ও জঘন্য জ্ঞানে অম্লানবদনে অতিসামান্যের ন্যায় ব্যঙ্গ ও নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহার পিতা, ও মাতা চিরকাল যে গৌরাঙ্গাবতারাদির সাধন ও তদ্‌ভক্তগণের অধরামৃত পান করিয়া উদ্ধার হইয়াছেন, সেই আপন কুলদেবতাকে কুলমুষলের ন্যায় উক্তি করিয়াছেন, ধিক্‌২ এ নরাধমের কি গতি হইবেক, পিতামাতার বহু জন্মার্জ্জিত সুকৃতপুঞ্জপুঞ্জের ফলেই এতাদৃশ সুসন্তান জন্মিয়া কুল উজ্জ্বল করে। (পৃ. ১০০-১০১)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'রামমোহন-গ্রন্থাবলী'র ৬ষ্ঠ খণ্ডে 'পাষণ্ডপীড়ন' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

৪। **সাধু সন্তোষিণী।**

মুদ্রিত বাংলা পুস্তকের তালিকায় পাদরি লং এই পুস্তকের নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়াছেন :—

> **In 1826, the *Sadhu Santoshini* to prove that AFFIDAVITS on the Ganges water are forbidden by the Hindu Law, by Kashinath Tarkapanchanan. (Long's *Descriptive Catalogue...*, p 56)**

৫। **শ্যামাসন্তোষণ।**

কলিকাতা রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'শ্যামাসন্তোষণস্তোত্র' নামে একখানি পুথি আছে। পুথিতে ইহার রচনাকাল—চৈত্র ১৭৫৬ শক (=১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ) এইরূপে দেওয়া আছে :—

> রসশরমুনিচন্দ্রে রক্ষিতেঽস্মিন্ শকাব্দে
> গগনগুণমিতাংশে সৌরচৈত্রে শুভাহে।
> স্তুতিরিয়মতিসাধ্বী সম্মুখাম্ভোজাতা
> ভবতু চিরমবন্ধ্যাং

চতুর্থ পংক্তির শেষ অংশটুকু পুথিতে নাই। পরবর্ত্তীকালে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন বঙ্গানুবাদ সমেত স্তোত্রটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে। ১ পৌষ ১৭৬৮ শকের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় 'শ্যামাসন্তোষণ' পুস্তকের উল্লেখ আছে :—

> ...শ্রীযুক্ত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন স্বকৃত শ্যামাসন্তোষণ নাম গ্রন্থে ইহার স্পষ্ট বিবরণ করিয়াছেন যথা...। (পৃ. ৩৮৫)
>
> বর্ত্তমান শ্রীযুক্ত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন স্বকৃত শ্যামাসন্তোষণ গ্রন্থে দুই প্রকার গৃহস্থ অবধূতের প্রসঙ্গ লেখেন,...। (পৃ. ৩৮৭, পাদটীকা)

সপ্তম খণ্ড : *৭৩। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *৭৪। গোবিন্দচন্দ্র দাস, *৭৫। শিবনাথ শাস্ত্রী, *৭৬। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, শরৎকুমারী চৌধুরাণী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭৭। চণ্ডীচরণ সেন, নিত্যকৃষ্ণ বসু, ৭৮। নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চু, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ৭৯। রজনীকান্ত সেন, ৮০। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৮১। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়, *৮২। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

অষ্টম খণ্ড : *৮৩। চন্দ্রনাথ বসু, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত, *৮৪। ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, *৮৫। দামোদর মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র বটব্যাল বিদ্যালঙ্কার, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, *৮৬। শিশিরকুমার ঘোষ, ৮৭। অধরলাল সেন, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *৮৮। ক্যাপ্টেন জেম্‌স ষ্টিওয়ার্ট, ফেলিক্স কেরী, ৮৯। চতুষ্পাঠীর যুগে বিদুষী বঙ্গমহিলা : হটী বিদ্যালঙ্কার, হটু বিদ্যালঙ্কার, দ্রবময়ী ; কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার, *৯০। দীনেশচন্দ্র সেন, সখারাম গণেশ দেউস্কর।

নবম খণ্ড : *৯১। গিরিশচন্দ্র বসু, *৯২। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, ৯৩। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯৪। প্রমীলা নাগ, নিরুপমা দেবী। *৯৫। আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, *৯৬। উইলিয়ম ইয়েট্‌স, জন ম্যাক, মধুসূদন গুপ্ত, *৯৭। কেশবচন্দ্র সেন।

পুস্তকগুলি পৃথক্‌ভাবেও পাওয়া যায়। মূল্য, তারকা-চিহ্নিত পুস্তকগুলির প্রত্যেকখানি ১৲, অন্যান্যগুলির প্রত্যেখানি ·৫০ ন.প.।

ভিতরের কভার দ্রষ্টব্য